ব্রি ধান৮৩

মোটা ধানের ফলন বেশী
ছেলে বুড়ো সবাই খুশি

ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৩

ব্রি ধান৮৩ ব্রি উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের একটি জাত। এ জাতটির কৌলিক সারি নং BR6848-3B-12। উক্ত কৌলিক সারিটি BR24 এবং BR1890-12-2-1-1-HR45 এর সংকরায়নের মাধ্যমে Modified bulk ও পরবর্তীতে কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে উক্ত কৌলিক সারিটির গবেষণা কার্যক্রম ১৯৯৮ সন থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন প্রজনন পদ্ধতি এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। জাতটি ২০১৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান৮৩ দেশের খরাপ্রবণ এলাকা বিশেষ করে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, চুয়াডাংগা এলাকায় সরাসরি বপনযোগ্য ধান।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৮৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ব্রি ধান৮৩ বোনা আউশ মৌসুমের উপযুক্ত খরা সহনশীল ধানের জাত এবং ধান পাকার পরও গাছ ঢলে পড়ে না।
- এ জাতের জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন।
- গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে.মি.।
- চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। চালে এমাইলোজের পরিমাণ ২৬%।
- দানার রঙ লালচে যা স্থানীয় কটকতারা জাতের অনুরূপ।

জীবনকাল

জাতটির জীবন কাল ১০৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৮৩ হেক্টর প্রতি ৪.০-৫.৩ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপনের সময়ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫ চৈত্র-৮ বৈশাখ (০১ এপ্রিল-২১ এপ্রিল)।

২. বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমানঃ তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে ।

২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়েঃ এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা।

২.২. সারি করেঃ সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা।

২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতেঃ ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৩.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
	২০	৭	১০	৫	০.৭

৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৪. **আগাছা দমনঃ** বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৭০-৮০ ভাগও কমে যেতে পারে।

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৬. ফসল কাটাঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় ১৫ আষাঢ়-৩০ শ্রাবণের মধ্যে (১০ জুলাই-১৫ আগস্ট)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২ : মডিউল ২
ফ্যাক্ট শীট